দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 02 JAN 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

36

শিক্ষাঙ্গনে

সবার জন্য শিক্ষা

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'সবার জন্য শিক্ষা' শীর্ষক সেমিনার হয়ে গেল। এতে বাংলাদেশসহ নয়টি দেশ অংশগ্রহণ করে। এ সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে— ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা।

উদ্দেশ্যের দিক থেকে ঘোষণাটি মহৎ সন্দেহ নেই। কারণ শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি বড় হতে পারে না। কিন্তু বাস্তবে কাজটি খুবই কঠিন। বিশেষ করে আমাদের মতো দেশের জন্য আরও কঠিন এজন্য যে, আমাদের দেশে শিক্ষার হার কিছুটা বাড়লেও নিরক্ষরতার হার আরও ব্যাপক হারে বাড়ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাল রক্ষা করে চলার ব্যর্থতাই এর হেতু।

দেশে জনসংখ্যা বাড়ছে শতকরা তিন ভাগ হারে। কিন্তু শিক্ষার হার সে পরিমাণে বাড়ছে না। এ ক্ষেত্রে গড বৃদ্ধির হার নামমাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৯৫১ সালে যেখানে শিক্ষার হার ছিল শতকরা ১৮.৯ ভাগ, '৬১ সালে তা বেড়ে হয় শতকরা ২০.৮ ভাগ।

অর্থাৎ দশ বছরে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পায় মাত্র শতকরা দু'ভাগ। ১৯৭৪ সালে আরও ৩.৪% ভাগ বেড়ে হয় ২৪.২% ভাগ। তখন শিক্ষিতের প্রকৃত হার কতো এর সঠিক হিসেব নেই। কেউ বলেন, শতকরা ২০ ভাগ আবার কেই বলেন, শতকরা ২৩ ভাগের কিছু বেশী। প্রকৃত অবস্থা যাই হোক, আলোচ্য পরিসংখ্যান থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, শিক্ষার হার কিছুটা বেড়েছে। আর এক হিসেবে জানা যায়, মোট নিরক্ষর লোকের সংখ্যা কমছে না, বরং প্রতি বছর বিপুল হারে বেড়ে চলেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত এক পরিসংখ্যান হতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

এতে বলা হয়, "'৮৭ সাল পর্যন্ত গত ১৫ বছরে বাংলাদেশে স্বাক্ষর বা লিখতে-পড়তে জানা লোকের সংখ্যা বেড়েছে মাত্র ৫৮ লাখ। আর এ সময়ে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা বেড়েছে ১ কোটি ৯২ লাখ। অর্থাৎ প্রতি দশজন নতুন স্বাক্ষর জানা লোকের পাশে ৩০ জন নিরক্ষর লোক সৃষ্টি হচ্ছে।" এতে অবস্থা কি দাঁড়াচ্ছে? স্পষ্ট করে বললে বলা যায়, আমরা দ্রুত নিরক্ষরতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এর বিভিন্ন কারণের মধ্যে প্রধান কারণ দারিদ্র্যতা। দেশের বেশীরভাগ লোকের আর্থিক অবস্থাই এমন যে, ভাত-কাপড় যোগাড় করাই দায়। এর উপর স্কুল ফি থেকে শুরু করে প্রতিটি শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ নিদারুণ আক্রা। বর্তমানে এক দিস্তা কাগজ কেনার জন্য যে টাকা খরচ করতে হয় ষাটের দশকে তা দিয়ে এক সপ্তাহের খাওয়া-খরচ হয়ে যেত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারীভাবে কিছু বইপত্র দেয়া হয়। কিন্তু ওগুলো সময়মতো পাওয়া যায় না। ওর উপর বাড়তি খরচ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় ২০০০ সাল নাগাদ 'সবার জন্য শিক্ষা' কতোটা নিশ্চিত করা যাবে তা সহজেই অনুমেয়। তবুও আমরা আশা করি, কারণ আশাই একমাত্র ভরসা এবং সাথে সাথে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, লক্ষ্য অর্জন করার স্বার্থেই শিক্ষা উপকরণের ব্যয় হ্রাস করা এবং বিভিন্ন ফি নির্দিষ্ট করে দিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়ম-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা করা হোক।

— মোঃ শাহ আলম